

সূরা ৭৮ : নাবা, মাক্কী

৭৮ - سورة النبا، مَكِّيَّة

(আয়াত ৪০, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ٤٠ رُكُوعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) তারা পরস্পর কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	١. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
(২) সেই মহান সংবাদ সম্বন্ধে -	٢. عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ
(৩) যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে থাকে!	٣. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
(৪) কখনই না, তাদের ধারণা অ-বাস্তব, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।	٤. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ
(৫) আবার বলি, কখনই না, তারা অচিরেই অবগত হবে।	٥. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ
(৬) আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?	٦. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا
(৭) এবং পর্বতসমূহকে কীলক রূপে নির্মাণ করিনি?	٧. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
(৮) আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।	٨. وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا
(৯) তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রাম,	٩. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
(১০) করেছি রাতকে আবরণ,	١٠. وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لِبَاسًا

(১১) এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের জন্য (উপযোগী)।	۱۱. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
(১২) আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ,	۱۲. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
(১৩) এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ।	۱۳. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
(১৪) আর বর্ষণ করেছি মেঘ হতে প্রচুর বৃষ্টি।	۱۴. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
(১৫) তদ্বারা আমি উদ্গত করি শস্য ও উদ্ভিদ,	۱۵. لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا
(১৬) এবং বৃক্ষরাজি বিজড়িত উদ্যানসমূহ।	۱۶. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

কিয়ামাত সম্পর্কে মূর্তিপূজকদের অস্বীকৃতি এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী

যে মুশরিকরা কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করত এবং ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে পরস্পরকে নানা ধরনের প্রশ্ন করত, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঐ সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এবং কিয়ামাত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা বর্ণনা করে তাদের দাবী খণ্ডন করছেন। তিনি বলেন : 'তারা একে অপরের নিকট কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?' অর্থাৎ তারা কি কিয়ামাত সম্পর্কে একে অপরের নিকট প্রশ্ন করছে? অথচ এটা তো এক মহাসংবাদ! অর্থাৎ এটা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও খারাপ সংবাদ এবং উজ্জ্বল সুস্পষ্ট দিবালোকের মত প্রকাশমান।

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلَفُونَ (যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে), এতে যে মতানৈক্যের কথা বলা হয়েছে তা এই যে, এ বিষয়ে তারা দু'টি দলে বিভক্ত রয়েছে। একটি দল এটা স্বীকার করে যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর অপর দল এটা স্বীকারই করেনা।

কিয়ামাত দিবসে বিচার করাসহ

আল্লাহর ক্ষমতার উদাহরণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে ধমকের স্বরে বলছেন : ‘কখনই না, তাদের ধারণা অবাস্তব, অলীক, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি : কখনই না, তারা অচিরেই জানবে।’ এটা তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার কঠিন ধমক ও ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিস্ময়কর সৃষ্টির সূক্ষ্মতার বর্ণনা দেয়ার পর নিজের আজীমুশ্শান ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি এসব জিনিস কোন নমুনা ছাড়াই প্রথমবার যখন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি দ্বিতীয়বারও ওগুলি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। তাই তো তিনি বলেন : ‘আমি কি ভূমিকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?’ অর্থাৎ আমি সমস্ত সৃষ্টজীবের জন্য এই ভূমিকে কি সমতল করে বিছিয়ে দিইনি? এভাবে যে, ওটা তোমাদের সামনে বিনীত ও অনুগত রয়েছে। নড়াচড়া না করে নীরবে পড়ে রয়েছে। আর পাহাড়কে আমি এই ভূমির জন্য পেরেক বা কীলক করেছি যাতে এটা হেলেদুলে যেতে না পারে এবং ওর উপর বসবাসকারীরা যেন উদ্ভিগ্ন হয়ে না পড়ে।

মহান আল্লাহ বলেন : وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ‘আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।’ অর্থাৎ তোমরা নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমি তোমাদেরকে নর ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা একে অপর হতে কামবাসনা পূর্ণ করতে পার। আর এভাবেই তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাবারাকাতা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রুম, ৩০ : ২১)

মহান আল্লাহ বলেন : وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ‘আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম।’ অর্থাৎ তোমাদের নিদ্রাকে আমি হট্টগোল গণ্ডগোল বন্ধ হওয়ার কারণ বানিয়েছি যাতে তোমরা আরাম ও শান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের সারা দিনের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এর অনুরূপ আয়াত সূরা ফুরকানে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি : وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ‘আমি রাতকে করেছি আবরণ।’ অর্থাৎ রাতের অন্ধকার ও কৃষ্ণতা জনগণের উপর ছেয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (সূরা শাম্স, ৯১ : ৪)
আরাব কবিরাত ও তাঁদের কবিতায় রাতকে পোশাক বা আবরণ বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘আমি দিবসকে জীবিকা সংগ্রহের জন্য (উপযোগী) করেছি।’ অর্থাৎ রাতের বিপরীত দিনকে আমি উজ্জ্বল করেছি। দিনের বেলায় আমি অন্ধকার দূরীভূত করেছি যাতে তোমরা জীবিকা আহরণ করতে পার। (তাবারী ২৪/১৫২)

মহান আল্লাহর উক্তি : وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدِيدًا ‘আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ।’ অর্থাৎ সাতটি সুউচ্চ, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত আকাশ তোমাদের উর্ধ্বদেশে নির্মাণ করেছি যেগুলি চমৎকার ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। সেই আকাশে তোমরা হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল

চকচকে নক্ষত্র দেখতে পাও। ওগুলির কোন কোনটি পরিভ্রমণ করে ও কোন কোনটি নিশ্চল ও স্থির থাকে।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি : وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ‘আর আমি সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ।’ অর্থাৎ আমি সূর্যকে উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়েছি যা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করে থাকে এবং সমস্ত জিনিসকে ঝকঝকে তকতকে করে তোলে ও সারা দুনিয়াকে আলোকময় করে দেয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ‘এবং আমি বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি।’ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রবাহিত বায়ু মেঘমালাকে এদিক ওদিক নিয়ে যায়। তারপর ঐ মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা ভূমিকে পরিতৃপ্ত করে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : ‘মুসিরাত’ শব্দের অর্থ হল মেঘমালা। (তাবারী ২৪/১৫৪) ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আশ শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/১৫৩, বাগাবী ৪/৪৩৭) আল ফাররা (রহঃ) বলেন : উহা হল ঐ ধরনের মেঘ যাতে বৃষ্টির কণা জমা আছে, কিন্তু উহা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়না। এর উদাহরণ স্বরূপ ঐ সমস্ত মহিলাদের কথা বলা হয়েছে যাদের মাসিক চক্র উপস্থিত হলেও স্রাব প্রবাহিত হয়না। (বাগাবী ৪/৪৩৭)

আরাবে مُعْصِرَةٌ ঐ নারীকে বলা হয় যার মাসিক ঋতুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু এখনো ঋতু শুরু হয়নি। অনুরূপভাবে এখানেও অর্থ এই যে, আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে কিন্তু এখনও মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়নি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ
وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : **لُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. وَجَنَّاتٍ** ঐ পবিত্র ও বারাকাতময় বারি দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান। এগুলি মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর আহারের কাজে লাগে। বর্ষিত পানি খালে বিলে জমা রাখা হয়। তারপর ঐ পানি পান করা হয় এবং বাগ-বাগিচা সেই পানি পেয়ে ফুলে-ফলে, রূপে-রসে সুশোভিত হয়। আর বিভিন্ন প্রকারের রঙ, স্বাদ ও গন্ধের ফলমূল মাটি হতে উৎপন্ন হয়, যদিও ভূমির একই খণ্ডে ওগুলি পরস্পর মিলিতভাবে রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বিজ্ঞজন বলেন যে, এর অর্থ হল জমা বা একত্রিত। (তাবারী ২৪/১৫৬) এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত :

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبِّرٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ
وَعَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ^৷

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা নাবা, ১৩ : ৪)

(১৭) নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে মীমাংসা দিবস।	১৭. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا
(১৮) সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে,	১৮. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
(১৯) আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।	১৯. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
(২০) এবং সঞ্চালিত করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা বৎ।	২০. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
(২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম রয়েছে।	২১. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

(২২) (ওটা হচ্ছে) অবাধ্য লোকদের অবস্থিতি স্থল	۲۲. لِلطَّٰغِيْنَ مَآبًا
(২৩) সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে,	۲۳. لَبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا
(২৪) সেখানে তারা কোন স্নিগ্ধ (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবেনা। এবং না কোন পানীয়ও	۲۴. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا
(২৫) উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত;	۲۵. اِلَّا حَمِيْمًا وَغَسَّاقًا
(২৬) এটাই সমুচিত প্রতিফল।	۲۶. جَزَاءٌ وَّفَاقًا
(২৭) তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতনা,	۲۷. اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا
(২৮) এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল।	۲৮. وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا كِذَابًا
(২৯) সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।	۲৯. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا
(৩০) অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি তো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব।	۳০. فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا

প্রতিফল দিবসের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা **يَوْمَ الْفَصْلِ** অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে বলেন যে, ওটা বিচারের জন্য একটা নির্ধারিত দিন। ওটা পূর্বেও আসবেনা এবং পরেও আসবেনা, বরং ঠিক নির্ধারিত সময়েই আসবে। কিন্তু কখন আসবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কারও এর জ্ঞান নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا تُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৪)

ইরশাদ হচ্ছে : ‘সেই দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।’ প্রত্যেক উম্মাত নিজ নিজ নাবীর সাথে পৃথক পৃথক থাকবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সেদিন লোকেরা দলে দলে উপস্থিত হবে। (তাবারী ২৪/১৫৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল প্রত্যেক নাবীর উম্মাতগণ তাদের নাবীর সাথে দলবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হবে। ইহা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ :

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ

স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৭১) (তাবারী ২৪/১৫৮)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

এই আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘উভয় শিংগার মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ। সাহাবীগণের কেহ কেহ জিজ্ঞেস করলেন : উহা কি চল্লিশ দিন? তিনি উত্তরে বললেন : আমি বলতে পারিনা। তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন : উহা কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাব দিলেন : তা আমি বলতে পারবনা। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : উহা কি চল্লিশ বছর? তিনি উত্তরে বললেন : আমি এটাও বলতে পারছিনা। তিনি

বলেন : অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে যেভাবে উদ্ভিদ মাটি হতে অঙ্কুরিত হয় তদ্রূপ মানুষ ভূ-পৃষ্ঠ হতে উত্থিত হতে থাকবে। মানুষের সারা দেহ পচে গলে গেলেও শুধুমাত্র একটি অংশ বাকী থাকে। তা হল কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি। ঐ অস্থি থেকেই কিয়ামাতের দিন মাখলুককে পুনর্গঠন করা হবে।’ (ফাতহুল বারী ৫/৫৫৮)

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ‘আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।’ অর্থাৎ আকাশকে খুলে দেয়া হবে এবং তাতে মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলীর অবতরণের পথ ও দরজা হয়ে যাবে।

وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ‘আর চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা।’ যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করেছ, অথচ সেদিন ওগুলি হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। (সূরা নামল, ২৭ : ৮৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কারি‘আ, ১০১ : ৫) এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, পর্বতগুলি হয়ে যাবে মরীচিকা। দর্শকরা মনে করবে যে, ওটা নিশ্চয়ই একটা কিছু। আসলে কিন্তু কিছুই নয়। শেষে ওটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর ওগুলির কোন চিহ্নই দেখা যাবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল : আমার রাব্ব ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর তিনি

ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল মাইদানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ : ১০৫-১০৭) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব উন্মিলিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৭)

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি : নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে; (ওটা হবে) সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তন স্থল। যারা উদ্ধত, নাফরমান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী, জাহান্নামই তাদের প্রত্যাবর্তন ও অবস্থান স্থল।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।’ أَحْقَابَ শব্দটি حَقْب শব্দের বহুবচন। দীর্ঘ যুগকে حَقْب বলা হয়। খালিদ ইব্ন মা‘দান (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি এবং لَا مَا شَاءَ (অর্থাৎ তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা) (সূরা হুদ, ১১ : ১০৭) এই আয়াতটি একাত্মবাদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৬২)

ইব্ন জারীর (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বাসরীকে (রহঃ) أَحْقَابًا সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলা হয় যে, এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ের কথা বুঝানো হয়না, বরং সাধারণভাবে বুঝতে হবে যে, জাহান্নামে অবস্থানের কোন সময়-সীমা নেই। অবশ্য তারা উল্লেখ করেন যে, حَقْب এর অর্থ হল সত্তর বছর এবং ঐ সত্তর বছরের প্রতিটি দিন তোমাদের হিসাব মতে (বর্তমান পৃথিবীতে) এক হাজার বছরের সমান। (তাবারী ২৪/১৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আহ্কাব কখনো শেষ হবার নয়। এক হাকব শেষ হলে অন্য হাকব শুরু হয়ে যাবে। এই আহ্কাবের সঠিক সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। তবে মানুষকে শুধু এতটুকু জানানো হয়েছে যে, আশি বছরে এক حَقْب হয়।

এক বছরের মধ্যে রয়েছে তিনশ' ষাট দিন এবং প্রতিটি দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান।

এরপর মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহ বলেন : সেখানে তারা আশ্বাদন করবেনা শৈত্য, না কোন পানীয়। অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে এমন ঠাণ্ডা জিনিস দেয়া হবেনা যার ফলে তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতে পারে এবং ঠাণ্ডা পানীয়ও পান করতে দেয়া হবেনা। বরং এর পরিবর্তে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি রক্ত ও পুঁজ।

حَمِيمٌ এমন কঠিন গরমকে বলা হয় যার পরে গরম বা উষ্ণতার আর কোন স্তর নেই। আর غَسَاقٌ বলে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত পুঁজ ইত্যাদিকে। এই গরমের মুকাবিলায় এমন শৈত্য দেয়া হবে যে, তা স্বয়ং যেন একটা আযাব এবং তাতে থাকবে অসহনীয় দুর্গন্ধ। সূরা 'সাদ' - এর মধ্যে غَسَاقٌ - এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অশেষ রাহমাতের বদৌলতে আমাদেরকে তাঁর সর্বপ্রকারের শাস্তি হতে রক্ষা করুন! আমীন!

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : 'এটাই উপযুক্ত প্রতিফল।' অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে যে অন্যায় অপরাধ করেছে সেই অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির কঠোরতা নির্ভর করবে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

এখানে তাদের দুষ্কৃতি লক্ষ্যণীয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হিসাব-নিকাশের কোন ক্ষণ আসবেইনা। আল্লাহ যেসব দলীল প্রমাণ তাঁর নাবীদের উপর অবতীর্ণ করেছেন, তারা এ সব কিছুকেই একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিত। كَذَّابًا শব্দটি 'মাসদার' বা ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা বা অস্বীকার করা।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি : وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا 'সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।' অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদের সমস্ত আমল অবগত রয়েছি এবং গুণলিকে লিখে রেখেছি। তাদের সব আমলেরই আমি

প্রতিফল প্রদান করব। ভাল কাজ হলে ভাল প্রতিফল এবং মন্দ কাজ হলে মন্দ প্রতিফল।

জাহান্নামীদেরকে বলা হবে : এখন তোমরা শান্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এরকমই এবং এর চেয়েও নিকৃষ্ট শান্তি বৃদ্ধি করা হবে।

কাতাদাহ (রহঃ) আবু আইউব আল আজদি (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামীদের ব্যাপারে এ আয়াতের চেয়ে আরও কঠিন ও নৈরাশ্যজনক কোন আয়াত আল্লাহ তা'আলা আর নাযিল করেননি। তাদের শান্তি সদা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। (তাবারী ২৪/১৬৯)

(৩১) এবং নিশ্চয়ই সংযমশীল লোকদের জন্যই সফলতা;	৩১. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
(৩২) প্রাচীর বেষ্টিত বাগান ও আঙ্গুর;	৩২. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا
(৩৩) এবং সম বয়স্কা যুবতীবৃন্দ;	৩৩. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا
(৩৪) এবং পূর্ণ পুতঃ পানপাত্র।	৩৪. وَكَأْسًا دِهَاقًا
(৩৫) সেখানে তারা শুনবেনা অসার ও মিথ্যা বাক্য;	৩৫. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا
(৩৬) এটাই তোমার রবের অনুগ্রহের পূর্ণ প্রতিদান।	৩৬. جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا

আল্লাহভীরদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার

পরহেযগার ও পুণ্যবানদের জন্য আল্লাহ যেসব নি‘আমাত ও রাহমাত সংরক্ষণ করে রেখেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ‘লামীন বলছেন যে, এই লোকগুলি হল সফলকাম। এদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে এবং এরা জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ঐ সফলকাম লোকদের জন্য রয়েছে আনন্দময় জীবন যাপনের জায়গা। (তাবারী ২৪/১৭০, বাগাবী ৪/৪৩৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ঐ সফলকাম ব্যক্তির হা হলেন তারা যাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে। (তাবারী ২৪/১৬৯, ১৭০) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কারণ পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা حَدَائِقُ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে খেজুর গাছ এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে সাজানো বাগান।

حَدَائِقُ বলা হয় খেজুর ইত্যাদির বাগানকে। এই পুণ্যবান ও পরহেযগার লোকেরা আয়তলোচনা, উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী অর্থাৎ ছর লাভ করবে, যারা হবে উঁচু ও স্ফীত বক্ষের অধিকারিণী এবং সমবয়স্কা। (তাবারী ২৪/১৭০) যেমন সূরা ওয়াকিআ’র তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে।

তারা পবিত্র শরাবের উপচে পড়া পেয়ালা একটির পর একটি লাভ করবে। তাতে এমন কোন নেশা হবেনা যে, অশ্লীল ও অর্থহীন কথা তাদের মুখ দিয়ে বের হবে যা অন্য কেহ শুনতে পাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيُمُ

কেহ অসার কথা বলবেনা এবং অসৎ কাজেও লিপ্ত হবেনা। (সূরা তূর, ৫২ : ২৩) অর্থাৎ তাতে কোন অর্থহীন বাজে কথা এবং অশ্লীল ও পাপের কথা প্রকাশ পাবেনা। সেটা হল দারুস সালাম বা শান্তির ঘর, যেখানে কোন দূষণীয় বা মন্দ কথাই প্রকাশ পাবেনা।

মু‘মিনদেরকে এসব নি‘আমাত তাদের সৎ কর্মের বিনিময় হিসাবে আল্লাহ তা‘আলা দান করবেন। এটা হল মহান আল্লাহর অশেষ করুণা ও

রাহমাত। আল্লাহ তা'আলার এই করুণা ও অনুগ্রহ সীমাহীন, ব্যাপক ও পরিপূর্ণ, যা কখনো শেষ হবার নয়। আরাবরা বলে থাকে : তিনি আমাকে ইনআম দিয়েছেন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন অনুরূপভাবে বলা হয় : حَسْبِيَ اللَّهُ অর্থাৎ সর্বদিক দিয়ে আল্লাহই আমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন।

<p>(৩৭) যিনি রাব্ব আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও ওগুলির অন্তঃবর্তী সব কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবেনা।</p>	<p>৩৭. رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا</p>
<p>(৩৮) সেদিন রুহ ও মালাইকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে।</p>	<p>৩৮. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا</p>
<p>(৩৯) এই দিবস সুনিশ্চিত। অতএব যার অভিরূচি সে তার রবের শরণাপন্ন হোক।</p>	<p>৩৯. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا</p>
<p>(৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবে : হায়রে</p>	<p>৪০. إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا</p>

হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি
হয়ে যেতাম!

قَدَّمْتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ
يَلَيَّتَنِي كُنْتُ تُرَبًّا.

পূর্বানুমতি ছাড়া মালাইকাসহ কেহই আল্লাহর কাছে কথা বলার সাহস পাবেনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি রাহমান বা পরম দয়াময়। তাঁর রাহমাত বা করুণা সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছে। তাঁর সামনে কেহ কথা বলার সাহস পাবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৫) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেন :

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৫)

রুহ দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১৭৬) জিবরাঈলকে (আঃ) অন্য জায়গায়ও রুহ বলা হয়েছে। যেমন :

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (২৬ : ১৯৩-১৯৪) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত মালাইকা/ফেরেশতার মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত অহী বাহক, আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়েছেন এমন মালাক হলেন এই জিবরাঈল (আঃ)। (দুররুল মানসুর ৮/৪০০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত (অন্যরা কথা বলবেনা)।’ আল্লাহ তা‘আলার এই উক্তিটি তাঁর নিজের উক্তির মতই :

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৫) সহীহ হাদীসে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সেইদিন রাসূলগণ ছাড়া কেহই কথা বলবেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩০)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : وَقَالَ صَوَابًا ‘এবং সে যথার্থ সত্যি কথা বলবে।’ সর্বাধিক সত্য কথা হল : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই। আবু সালিহ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) উভয়ে একই মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ২৪/১৭৮)

মহান আল্লাহর উক্তি : ‘এই দিবস সুনিশ্চিত।’ অর্থাৎ অবশ্যই এটা সংঘটিত হবে। ‘অতএব যার অভিরূচি সে তার রবের শরণাপন্ন হোক।’ অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে তার রবের নিকট ফিরে যাবার পথ তৈরী করুক, যে পথে চলে সে সোজাভাবে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে।

বিচার দিবস অতি নিকটে

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : ‘আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি হতে সতর্ক করলাম।’ অর্থাৎ কিয়ামাতের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করলাম। যা আসবে তাতো এসেই গেছে মনে করা উচিত। কারণ যা আসার তা আসবেই। সেই দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। ঐদিন নতুন, পুরাতন, ছোট, বড় এবং ভাল ও মন্দ সমস্ত আমল মানুষের সামনে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৯)
আর এক জায়গায় বলেন :

يُنَبِّئُ الْآلِنَسْنَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৩)

‘আর কাফির বলবে : হায়, আমি যদি মাটি হতাম।’ অর্থাৎ দুনিয়ায় যদি আমরা মাটি রূপে থাকতাম, যদি আমাদেরকে সৃষ্টিই না করা হত এবং আমাদের কোন অস্তিত্বই না থাকত তাহলে কতই না ভাল হত! তারা সেদিন আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। নিজেদের মন্দ ও পাপ কাজগুলো সামনে থাকবে যেগুলো পবিত্র মালাইকার ন্যায়পূর্ণ হাত দ্বারা লিখিত হয়েছে।

যখন জীব-জন্তুগুলোর ফাইসালা হয়ে যাবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে, এমন কি যদি শিংবিহীন বকরীকে শিংবিশিষ্ট বকরী মেরে থাকে তাহলে তারও প্রতিশোধ নিয়ে দেয়া হবে। বিচার ফাইসালা শেষ হওয়ার পর ওদেরকে (জন্তুগুলোকে) বলা হবে : তোমরা মাটি হয়ে যাও। ফলে ওরা মাটি হয়ে যাবে। তখন এই কাফির লোকও বলবে : হায়, যদি আমি (এদের মত) মাটি হয়ে যেতাম! অর্থাৎ যদি আমিও জন্তু হতাম এবং এভাবে মাটি হয়ে যেতাম তাহলে কতই না ভাল হত!

শিংগার সুদীর্ঘ হাদীসেও এই বিষয়টি এসেছে এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

সূরা নাবা এর তাফসীর সমাপ্ত।